সংবাদ

তারিখ ... 18 JAN 2006 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 7

উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কার

ছাত্রছাত্রীদের বেতন বাড়ানোর সুপারিশ মঞ্জুরি কমিশনের

দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার আনতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ২০ বছরমেয়াদি একটি কর্মপরিকল্পনার সুপারিশ করেছে। ওই কর্মপরিকল্পনার খসড়ায় বেশ কিছু সুপারিশের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের বেতন বাড়ানোরও সুপারিশ করা হয়েছে। কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এস আসাদুজ্জামান গতকাল বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এ খসড়া রিপোর্ট সরকারের কাছে দেয়া হবে।

নতুন আইনে জবাবদিহিতার ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন– বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নির্বাচন হয়ে থাকে, আমরা ওই নির্বাচনের সংখ্যা কমিয়ে দেব। নির্বাচনের পেছনে অনেক টাকা খরচ হয়, আমরা ওই খরচের পরিমাণও কমিয়ে দেব। শিক্ষকরা নির্বাচনের সময় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মতো নির্বাচনী প্রচারণা চালান, যা শিক্ষকদের মানায় না বলে তিনি জানান। শিক্ষকরা নির্বাচন করতে পারেন ছাত্র-শিক্ষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে। অন্য কোন বিষয়ে নয়। নির্বাচন কমলে ক্যাম্পাসে রাজনীতি কমে আসবে এবং শিক্ষকরা ছাত্রদের বেশি সময় দিতে পারবেন। তাতে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বাড়বে বলে তিনি জানান।

এ পরিকল্পনায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয়ভার মেটানোরও প্রস্তাব দেয়া হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, ১০ টাকা বেতন দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার নজির পৃথিবীর কোথাও নেই। শুধু বাংলাদেশেই তা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর টাকার দরকার হয়। বিভিন্ন খাতে ব্যয়ভার মেটাতে সরকারের দিকে মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের নিজস্ব ফান্ড বাড়াতে হবে। এটা করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বেতন বাড়াতে হবে। তিনি আরও বলেন, এর কোন বিকল্প নেই। সরকারের ফান্ড থেকে প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়প্রতি ৫০০ কোটি দেয়া হয়; কিন্তু আমাদের দরকার ১ হাজার কোটি টাকা। আমাদের গবেষণার জন্য টাকা নেই, হলগুলোতে আবাসন সমস্যা রয়েছে, ছাত্ররা ভাল খেতে পারে না। তাই ছাত্রদের বেতন বাড়ানোর পাশাপাশি বিভিন্ন সোর্স থেকে আমাদের অর্থের জোগান দিতে হবে বলে তিনি জানান। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যত বেশি অর্থের জোগান দিতে পারবে তাদের স্বায়ত্তশাসন তত অর্থবহ হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পরিকল্পনায় আগামী বছর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একই দিনে এবং নিয়মে ভর্তি পরীক্ষা চালু করার প্রস্তাবও করা হয়েছে বলে তিনি জানান।